46

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 02 DEC 1997 ...
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৬

পাঠ্যপুস্তকে লিখিত বক্তব্যের বিরুদ্ধে জামায়েতে ইসলামী রীট মামলা করেছে

সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার ॥ পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর দু'টি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম ও মুসলিম লীগ-এর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কথাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে এক রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বাদী হয়ে এই রিট পিটিশন দায়ের করেন। রিট পিটিশনে শিক্ষা সচিব, জাতীয় কারিকুলাম এবং টেক্সট বুক বোর্ড ও তার চেয়ারম্যানকে বিবাদী করা হয়েছে।

সোমবার বিচারপতি এএম মাহমুদুর রহমান ও বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে জনাব নিজামীর পক্ষে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক রিট পিটিশনের শুনানিতে বক্তব্য পেশ করেন। আগামীকাল বুধবার পুনরায় শুনানি শুরু হবে।

বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক 'সামাজিক বিজ্ঞান' গ্রন্থ-এর ৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াতে ইসলাম, মুসলিম লীগ দলীয় এদেশীয় একটি গোষ্ঠী স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের নানাভাবে সহযোগিতা করে।" এবং নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক 'বাংলা ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থের ১৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "বাংলাদেশে অবরুদ্ধ পেশাজীবীরাও নানাভাবে গোপনে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন। তবে পাকিস্তানপন্থী এদেশীয় কিছু গোষ্ঠী জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল বাঙালীদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানী শাসকদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।"

পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত অংশটুকু রিট পিটিশনে এই অভিযোগে চ্যালেঞ্জ করা হয় যে, এই লেখার দ্বারা একটি আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামীর সুনাম ক্ষুণ্ন করা হয়েছে যা সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এবং এর মাধ্যমে সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩৫(৫), ৩৮ ও ৩৯নং অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন ঘটেছে।